দামুড়হুদায় সরকারি জমির মাটি কেটে বিল্ডিংয়ের খোল ভরাট

দামুড়হুদা-জীবননগর আঞ্চলিক মহাসড়কের পাশে সওজের জায়গার মাটি কেটে নির্মাণাধীন বিল্ডিংয়ের খোল ভরাট করার অভিযোগ উঠেছে সরকারি হাই স্কুলের শিক্ষক আমিনুল ইসলামের বিরুদ্ধে।

সওজের ওই জায়গাতে রয়েছে বিদ্যুৎ বিভাগের ১১হাজার ভোল্টের সংযোগের খুটি। আর ওই খুটির নিচ থেকে ভেকু মেশিন যোগে মাটি-বালু কেটে নির্মাণাধীন বিল্ডিংয়ের খোল ভরার করছেন ওই শিক্ষক। বিদ্যুতিক ওই খুটির নিচের মাটি কেটে নেওয়ার ফলে যে কোনো সময় দূর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা। সরকারি স্কুলের শিক্ষক হয়েও তিনি কিভাবে সরকারি জায়গার মাটি-বালু কেটে ব্যক্তিগত নির্মাণাধীন বিল্ডিংয়ের খোল ভরাট করছেন তা নিয়ে রয়েছে নানা রকম প্রশ্ন।

জানাগেছে, দামুড়হুদা-জীবননগর আঞ্চলিক মহাসড়কের পাশে সেরা ব্রিক্স সংলগ্ন সওজের জায়গার মাটি-বালু কেটে ব্যক্তিগত নির্মাণাধীন বিল্ডিংয়ের খোল ভরার করার অভিযোগ উঠেছে দামুড়হুদা সরকারি পাইলট হাই স্কুলের সহকারী শিক্ষক আমিনুল ইসলামের বিরুদ্ধে।

তিনি গত কয়েকদিন যাবত ইঞ্জিন চালিত ভেকু মেশিন দিয়ে বেশ তোড়জোড় করে সরকারি সম্পত্তির মাটি-বালু উত্তোলন করে আসছেন। আর সেই মাটি বালু দিয়ে নির্মাণাধীন বিল্ডিংয়ের খোল ভরার করছে। আঞ্চলিক ওই মহাসড়কের পাশ দিয়ে দামুড়হুদার অভিমুখ থেকে বয়ে চল জয়রামপুর মুখি বিদ্যুৎ বিভাগের ১১হাজার ভোল্টেজের বিদ্যুৎ সংযোগের তার টানা খুটি রয়েছে। আর ওই বিদ্যুতিক খুটির নিচ থেকে এমন ভাবে মাটি-বালু উত্তোলন করা হয়েছে, তা যেকোনো সময় হেলে পড়ে বিদ্যুৎ বিপর্যয় সহ বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছেন সচেতন মহল। এছাড়াও, ওই শিক্ষক তার ব্যক্তিগত নির্মাণাধীন বিল্ডিংয়ের ইট, বালু ও ইটের খোয়া রেখেছে আঞ্চলিক মহাসড়কের কোল ঘেষে। যার ফলেও ঘটতে পারে দূর্ঘটনা। এদিকে, সরকারি হাইস্কুলের ওই শিক্ষকের এমন কর্মকাণ্ডে হতবাক পথচলা সহ স্থানীয়রা।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা সরকারি পাইলট হাই স্কুলের সহকারী শিক্ষক মো আমিনুল ইসলামের সাথে তার ব্যবহিৃত মোবাইল ০১৭১২৪৭৭২২৯নাম্বারে

একাধিকবার কল দেয়া হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেনি। তাই তার বক্তব্য নেয়া সম্ভব হয়নি।

এবিষয়ে দামুড়হুদা পল্লী বিদ্যুৎ অভিযোগ কেন্দ্রের লাইনম্যান মেহেদী হাসান বলেন, বিষয়টি আমাদের জানানেই। যদি কেউ পল্লী বিদ্যুতের পোল/খুটির নিচ থেকে মাটি কেটে বিদ্যুৎ লাইনের সংযোগ বিচ্ছিন ও ক্ষতি করার চেষ্টা করে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রোকসানা মিতা বলেন, বিষয়টি আমার জানানেই। তবে আইন সবার জন্য সমান। যদি তিনি অপরাধ করে থাকেন তবে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

জঙ্গিবাদ বিষয়ে ‘জিরো টলারেন্স’ করে দেখিয়েছেন শেখ হাসিনা

নব্বইয়ের দশকের পর থেকে বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের উত্থান ঘটতে শুরু করে। বাংলাদেশের ইতিহাসে সশস্ত্র জঙ্গিবাদের উত্থানের সর্ববৃহৎ আলামত দৃশ্যমান হয় ২০০৫ সালে জেএমবির ৬১টি জেলায় একযোগে বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে। এরপর সারা দেশে ছোট-বড় আরও অনেক সশস্ত্র জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটেছে। তবে সবচেয়ে ভয়াবহ ও নৃশংস ঘটনা ঘটে ২০১৬ সালের ১ জুলাইয়ে গুলশানে হলি আর্টিজান বেকারি রেস্তোরাঁয়। সেখানে ৫ জঙ্গিসহ ২৯ জনের প্রাণহানি ঘটে।

দুই দশকে এসব হামলার শিকার হয়েছেন খোদ বর্তমানের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দেশকে জঙ্গিগোষ্ঠীর হাত থেকে রক্ষা করতে তিনি ঘোষনা দেন জিরো টলারেন্সের। এটা যে কোন মুখের কথা ছিলো না তা বাংলাদেশ বুঝতে শুরু করেছে। একের পর এক জঙ্গি গোষ্ঠীর উত্থান, একের পর এক নৃশংস হামলার পেরিয়ে বাংলাদেশ এখন জঙ্গিমুক্ত দেশে পরিণত হতে চলেছে।

নানা চড়াই উৎরাইয়ের পর বিশ্বে জঙ্গিবাদ দমনে যে অনন্য নজির সৃষ্টি করেছে বাংলাদেশ তার ক্যাপ্টেন বর্তমানের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২০১৬ সালের ১ জুলাই গুলশানের হলি আর্টিজানে ভয়াবহ জঙ্গি হামলার পর আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর দেশব্যাপী জঙ্গিবিরোধী অভিযানে এই সাফল্য অর্জন করেছে। বৈশ্বিক ইনডেক্সে হাই রিস্কের (উচ্চ ঝুঁকি) দেশ থেকে লো রিস্কের (নিম্ন ঝুঁকি) দেশে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশ। সম্প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ের বিচ্ছিন্নতাবাদী সশস্ত্র সংগঠন কুকি চিন ন্যাশনাল ফ্রন্টের (কেএনএফ) তত্ত্বাবধানে নতুন জঙ্গি সংগঠন জামায়াতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারক্বীয়া আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করলেও তা যৌথ বাহিনীর ব্যাপক অভিযানের মুখে অনেকটা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে।

গোবাল টেররিজম ইনডেক্স (জিটিআই)-২০২৩ প্রতিবেদন অনুযায়ী এর সূচকে বাংলাদেশ তিন ধাপ উন্নতি করেছে। অর্থাৎ দেশে সন্ত্রাসবাদ আরও কমেছে, দেশ নিরাপদ হয়েছে। সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে ভালো করা দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়, এমনকি যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্মানি ও ভারতের চেয়েও জঙ্গি দমনে ভালো করেছে বাংলাদেশ। জঙ্গিবাদ পুরাপুরি নির্মূল না হলেও জঙ্গি সংগঠনগুলোর মেরুদন্ড ভেঙে দিয়েছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। তবে এখনও অনলাইনে সক্রিয় রয়েছে বেশকিছু জঙ্গি সংগঠন।

পুলিশ সদর দপ্তরের সূত্রে জানা গেছে, ২০০১ সাল থেকে ২০২৩ সাল গত ২২ বছরে সারাদেশে জঙ্গিবাদ বিষয়ক প্রায় ২ হাজার মামলা দায়ের করা হয়েছে। এসব মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে ৯ হাজারেরও বেশি জঙ্গি। এসব জঙ্গিরা হচ্ছে জেএমবি, নব্য জেএমবি, আনসার আল ইসলাম, হরকত-উল-জিহাদ হুজি, হিযবুত তাহরির, জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারক্বীয়াসহ বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের সদস্য। বিশেষ করে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর, জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পরিকল্পনা করে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে যার মধ্যে সন্ত্রাসবিরোধী আইন প্রণয়ন এবং প্রাসঙ্গিক আইন সংশোধন অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

২০০৯-২০১৩ সালে, ব্লগার, লেখক, প্রকাশক, হিন্দু-খ্রিস্টান-বৌদ্ধ পুরোহিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, মানবাধিকার কর্মী, ভিন্নমতের ইসলামী মতাদর্শের অনুসারী, আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা এবং বিদেশীদের ওপর ধারাবাহিক আক্রমণ দেশে জঙ্গিবাদ বিরোধী কার্যক্রমকে চ্যালেঞ্জে ফেলেছিল। তবে এখনো পুরনো জঙ্গি সংগঠন জএমবি, আনসার-আল ইসলাম ও হুজিবি সংগঠিত হওয়ার সময়ে অনেক জঙ্গি

গ্রেপ্তার হয়েছে। নব্য জেএমবির সর্বশেষ আমির মেহেদি হাসান জন তুরস্কে বসে সংগঠনটির নেতৃত্ব দিয়ে আসছিল। এ ছাড়া আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযানের মুখে বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনগুলো কোণঠাসা হয়ে পড়েছে।

বাংলা ভাইয়ের সন্ত্রাস, হরকাতুল জেহাদের হুমকি ধামকির বিপরীতে বিশুদ্ধ বাংলাদেশ ও জঙ্গিবাদ নির্মূল সম্ভব হয়েছে শেখ হাসিনার জিরো টলারেন্স নীতির কারণে। দেশে এখনো পর্যন্ত জেএমবি, শাহাদাত-ই-আল-হিকমা, জেএমজেবি, হিজবুত তাহরির, হুজি-বি, এবিটি, আনসার আল ইসলাম এবং আল্লাহ দল নামে আটটি জঙ্গি সংগঠনকে বাংলাদেশ সরকার নিষিদ্ধ করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। সরকারের কঠোর ভূমিকার কারণে দেশের জঙ্গিবাদ নেটওয়ার্ক ধ্বংস করা সম্ভব হয়েছে।

বলতে দ্বিধা নেই, জঙ্গিবাদ দমনে ২০১৬ সালে গুলশানে হলি আর্টিজানে হামলার ঘটনার আগে জঙ্গি নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ পুলিশের তেমন দক্ষতা ছিল না। এরপর গঠন করা হয় পুলিশের অ্যান্টি টেররিজম ইউনিট, ডিএমপির কাউন্টার-টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম, সাইবার ক্রাইম, ইনভেস্টিগেশন সেন্টার এবং পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের ইন্টারসেপশন ইউনিট জঙ্গিবাদ দমনে সরাসরি কাজ করছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও অনলাইনে জঙ্গিদের তৎপরতা ঠেকাতেও সতর্ক রয়েছে এসব বাহিনী।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বারবার বলেছেন, ‘বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ।’ এ দেশের মানুষ ধর্মীয় উগ্রবাদিতা ও তাকে কেন্দ্র করে সংঘটিত জঙ্গিবাদকে ঘৃণা করে। শিশুদের জঙ্গিবাদ এবং সন্ত্রাসবাদ থেকে দূরে রেখে একটি আধুনিক ও জ্ঞানভিত্তিক উন্নত জাতি গঠনে অবদান রাখতে হজযাত্রী এবং আলেম-ওলামাদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘আমি আপনাদের (হজযাত্রীদের) এবং আলেম-ওলামাদের জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সাহসিকতার সাথে দাঁড়ানোর আহ্বান জানাচ্ছি যাতে আমাদের শিশুরা এটি থেকে দূরে থাকতে পারে এবং উন্নত বাংলাদেশ গড়তে আধুনিক প্রযুক্তিতে প্রস্তুত হতে পারে। শেখ হাসিনা উল্লেখ করেন, যারা জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ সৃষ্টি করছে তারা সব ধর্মেই আছে। ‘যদি কেউ মনে করে যে তারা নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে বেহেশতে যাবে, তা কখনোই হবে না। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা বলেননি এবং আমাদের নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) তা বলেননি।

তিনি এই কথাগুলো বিশ্বাস করেন বলেনই তার সরকারের প্রথম মেয়াদে

(২০০৯-২০১৩) জঙ্গিবাদ দমনে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট সব ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে শুরু করেন। অপরাধ দমন, অপরাধী শনাক্তকরণ, মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার রোধ, মাদকদ্রব্য চোরাচালান রোধ, মানবপাচার রোধ ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে শেখ হাসিনা সরকার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে।

হরিণাকুণ্ডুতে জুয়ার সরঞ্জামসহ ছয় জোয়ারী আটক

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার চটকাবাড়িয়া এলাকা থেকে ছয় জুয়াড়িকে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ। গতকাল রবিবার সন্ধ্যায় জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি শাহীন উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

আটককৃতরা হলেন হরিণাকুণ্ডু উপজেলার দরিবিন্নি গ্রামের মৃত ইউসুফ হোসেন মণ্ডলের ছেলে পারভেজ হোসেন, হরিশপুর গ্রামের মহিউদ্দিন সরকারের ছেলে আজিজুল হক, পার্বতীপুর গ্রামের জাকির হোসেনের ছেলে এরশাদ আলী, জোড়াপুকুরিয়া গ্রামের মৃত তোয়াজ আলী মণ্ডলের ছেলে সামছুল মণ্ডল, সদর উপজেলার পবহাটি গ্রামের মৃত রুহুল আমিনের ছেলে গোলাম আযম ও কুষ্টিয়ার ঝাউদিয়া গ্রামের আব্দুল ওহাবের ছেলে সানোয়ার হোসেন।

ঝিনাইদহ জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি শাহীন উদ্দিন জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রবিবার বিকালে আমাদের একটি আভিযানিক দল হরিণাকুণ্ডু উপজেলার চটকাবাড়িয়া এলাকায় অভিযান চালায়। অভিযানে জুয়া খেলা অবস্থায় ৬ জন জুয়াড়িকে আটক করা হয়।

এসময় তাদের কাছ থেকে নগদ বিশ হাজার ৪৩০ টাকাসহ জুয়া খেলার সরঞ্জামাদি উদ্ধার করা হয়। আটককৃতদের বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

আদালতের স্বপ্রণোদিত মামলায় মীর কামরুজ্জামান কারাগারে

মেহেরপুরে আদালতের স্বপ্রনোদিত মামলায় অন্তর্বর্তীকালীন জামিনের মেয়াদ শেষ হওয়ায় মীর কামরুজ্জামানকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন মেহেরপুর সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক মো: তরিকুল ইসলাম।

রবিবার ২৪ সেপ্টেম্বর দুপুরে মীর কামরুজ্জামান সিনিৃয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন আবেদন করলে আদালত জামিন না মঞ্জুর করে তাকে কারাগারে প্রেরণের নির্দেশ দেন।

আদালতের স্বপ্রনদিত মামলার শুনানিতে হাজির না হওয়ার কারনে ১৩ জুলাই মীর কামরুজ্জামানের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছিলো আদলত। এর পর থেকেই মীর কামরুজ্জামান হাইকোর্টের জামিনে ছিলেন। হাইকোর্টের জামিনের মেয়াদ শেষ হলে ৩০ আগষ্ট তিনি মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতে জামিন বৃদ্ধির আবেদন করেন। মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মোঃ শহীদুল্লাহ মামলার পরবর্তী শুনানির দিন পর্যন্ত তার জামিন বৃদ্ধি করেন এবং জামিনের মেয়াদ শেষ হলে আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ প্রদান করে।

উল্লেখ্য, এর আগে মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় মীর কামরুজ্জামানের প্রতারণার বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে মেহেরপুর আমলী আদালতের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস, এম, শরিয়ত উল্লাহ্ স্বপ্রণোদিত হয়ে তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন এবং পিবিআই কে তদন্তের নির্দেশ প্রদান করেন। মামলাটি তদন্ত শেষে আদালতে প্রতিবেদন জমা দেন তদন্তকারী কর্মকর্তা।

আলমডাঙ্গায় চোরাই মোবাইলসহ যুবক আটক

আলমডাঙ্গার বাবুপাড়া এলাকায় পুলিশের অভিযানে আন্তঃজেলা চোরাই মোবাইল ক্রয়-বিক্রেতা আলম হোসেন নামের এক যুবককে আটক করেছে।

আজ রবিবার দুপুর ২ টার দিকে পৌর এলাকা থেকে দুটি চোরাই মোবাইল ও নগত ১৫ শত ৬০ টাকা উদ্ধার করে পুলিশ।

আটকৃত যুবক পাবনা জেলার লাউদাড়া থানার দ্বীপচর এলাকার শহিদুল ইসলামের ছেলে আলম হোসেন (৩৪)। তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় একাধিক মামলা রয়েছে বলে জানাগেছে।

পুলিশ জানায়, আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার বাবুপাড়ার লক্ষণ কর্মকারের দোকানের নিকট চোরাই মোবাইল ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) সঞ্জিত কুমার সাহা সঙ্গীয় ফোর্স অভিযান চালায়। এসময় ওই এলাকা থেকে আলম হোসেন নামের এক যুবককে আটক করে। তার নিকটে থাকা দুটি মোবাইলের সঠিক তথ্য দিতে ব্যর্থ হয়।

পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে সে চোরাই ফোন ক্রয়-বিক্রয় করেন বলে স্বীকার করেন। তার নিকটে থাকা দুটি মোবাইল জব্দ সহ ১৫ শত ৬০ টাকা উদ্ধার করে পুলিশ। যুবক আলমের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় চুরি আইনে তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। আজ সোমবার সংশ্লিষ্ট মামলায় কোর্ট পাঠাবে পুলিশ।

ডা. রমেশ ক্লিনিকে অপারেশনের পর রোগীর মৃত্যু, ২০ লাখ

টাকায় রফা

মেহেরপুর শহরের একটি বেসরকারি ক্লিনিক ‘ডা. রমেশ ক্লিনিকে’ এপেন্ডিকস অপারেশনের পর স্বর্ণালী খাতুন নামে এক রোগীর মৃত্যু হয়েছে। স্বর্ণালী ঐ ক্লিনিকেরই সিনিয়র নার্স হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ঘটনার পর রোগীর আত্মীয়-স্বজন ক্লিনিক ঘেরাও করে হামলার চেষ্টা করলে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করে।

নিহত স্বর্ণালী মেহেরপুর পৌর এলাকার হোটেল বাজার পাড়ার মৃত আদম শেখের মেয়ে এবং মেহেরপুর মল্লিকপাড়ার সাদ্দামের স্ত্রী।

গত বৃহস্পতিবার (২১ সেপ্টেম্বর) রাতে মেহেরপুর পৌর এলাকার মল্লিক পাড়ার রমেশ ক্লিনিকে বহিরাগত চিকিৎসক মস্তফা কামাল জাহিদের পরামর্শে এপেন্ডিক্সের অস্ত্রপচার করা হয় সেখানকারই কর্তব্যরত সিনিয়র নার্স স্বর্ণালী খাতুনের। কিন্তু অপারেশন শেষে পোস্ট অপারেটিভ বেডে নিতেই স্বর্নালীর কার্ডিয়াক এরেস্ট হলে তাকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের আইসিইউতে নেওয়া হয় বলে জানায় ক্লিনিক কর্তৃপক্ষ। কিন্তু দীর্ঘ ৩০ ঘন্টায় অবস্থার উন্নতি না হলে রমেশ ক্লিনিক কর্তৃপক্ষ তাকে ঢাকায় নেওয়ার ব্যবস্থা করে। ক্লিনিক কর্তৃপক্ষের ভাষ্যমতে ঢাকায় নেওয়ার পথে পথিমধ্যে তার মৃত্যু ঘটে।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, কয়েক মাস যাবৎ স্বর্ণালী পেট ব্যাথায় ভুগছিল। বৃহস্পতিবার ওটিতে চিকিৎসকদের সাথে চারটি অস্ত্রোপচারে অংশ নেওয়ার পর ক্লিনিকে আসা বহিরাগত চিকিৎসক

মোস্তফা কামাল জাহিদকে স্বর্নালী সমস্যার কথা জানালে চিকিৎসক তাকে অস্ত্রপচারের পরামর্শ দেয়। স্বর্নালীর স্বজনদের না জানিয়েই কোনরকম পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়াই ক্লিনিকে তার এপেন্ডিক্স অস্ত্রোপচার করা হয়। পরে তার চেতনা না ফেরাতে এলাকায় স্বর্ণালীর মৃত্যু হয়েছে এমন খবর ছড়িয়ে পড়লে উত্তেজিত জনগন ক্লিনিক ঘেরাও করে। সেসময় ক্লিনিক কর্তৃপক্ষ তার স্বামী সাদ্দামের কাছ থেকে বণ্ডে স্বাক্ষর নেয় (নিয়মানুযায়ী অস্ত্রোপচারের আগে নেওয়ার কথা) এবং মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের আইসিইউতে স্থানান্তর করে।

নিহতের মামাতো ভাই রুবেল অভিযোগ করে অপারেশনের রাতে বলেন, ‘আমার বোনের অপারেশনের সময় ডাক্তার ছিলো না হাসপাতালের কর্মচারী হাবিব এনেস্থিসিয়া করেছে আর ম্যানেজার শহিদুল অপারেশন

করেছে। আমি এই হত্যাকাণ্ডের বিচার চাই।’

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী শিলন বলেন, বৃহস্পতিবার আমার সামনেই ডা. মেহেদী হাসান বলেছিলেন এনেস্থিসিয়া ইনজেকশন হাবিব দিয়েছে।’

নিহত স্বর্ণালী দেবর সায়ন বলেন, ‘পরিবারের লোকদের না জানিয়ে এবং কোনরকম পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়া কিভাবে তারা অপারেশন করলো সেটাই আমি বুঝতে পারছি না। আমি কোনদিন শুনি নাই যে, এপেন্ডিসাইটিস অপারেশন করতে যেয়ে রোগী মারা যায়। তদন্তসহ এই ঘটনার বিচার দাবি করছি। ‘

২৩ সেপ্টেম্বর শনিবার বিকাল পৌনে চারটায় স্বর্নালীর মরদেহ মেহেরপুর এসে পৌছালে এলাকাবাসী বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে ও ক্লিনিকটি সীলগালা করে দেওয়ার দাবী জানায়। অবস্থা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে পুলিশের অনুরোধে মেহেরপুর পৌর মেয়র ও সাবেক জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান সহ মৃতের স্বজনরা আলোচনায় বসে এবং ক্লিনিক কর্তৃপক্ষ মৃতের পরিবার কে ২০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ঘটনার মিমাংসা করে বলে জানা গেছে।

তবে, মেহেরপুর থেকে এবং ঢাকা থেকে মেহেরপুর নিয়ে আসার সময়ের মধ্যে মৃত দেহকে কখন গোসল করানো হলো এবং কাফন পড়ানো হল এটা নিয়েও এলাকাবাসীর রয়েছে প্রশ্ন। ঢাকা থেকে ফিরে আসা এম্বুলেন্সে নার্স স্বর্ণালী খাতুন কে কাফন পড়ানো অবস্থায় দেখা যায়। এ বিষয় জানতে ক্লিনিক কর্তৃপক্ষ সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা হলেও তাদের কোন সাড়া পাওয়া যায়নি।

এঘটনায় অর্ণব, রুবেল, ইমন সহ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীদের অনেকেই অভিযোগ করে বলেন, গত দুই মাসে এ নিয়ে রমেশ ক্লিনিকে তিন জন কর্তৃপক্ষের অবহেলায় অপারেশন টেবিলেই প্রান হারিয়েছেন এবং এবছরে মোট পাচ জন মারা গেছেন। ক্লিনিকটি সিলগালা করে দেয়া উচিত।

এনেস্থিসিয়ার চিকিৎসক ডা. মেহেদী হাসান ঘটনার রাতে বলেছিলেন তার পরিবর্তে ঐ ক্লিনিকের এক কর্মচারী হাবিব স্বর্নালীর এনেস্থিসিয়া করেছিলো। এবিষয়ে ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত হতে সরাসরি ও ফোনে কয়েকবার চেষ্টা করেও ডা. মেহেদী হাসানের সাথে কথা বলা সম্ভব হয়নি। তিনি আত্মগোপনে চলে গেছেন।

মেহেরপুর পৌর ৭ নম্বর ওয়ার্ড কমিশনার নুরুল আশরাফ রাজিব মুঠোফোনে জানান, বর্তমানে তিনি দেশের বাইরে আছেন। তিনি বলেন,

‘শুধু রমেশ ক্লিনিকেই নয় মেহেরপুর শহরের অন্যান্য ক্লিনিকেও এ ধরনের ঘটনা অহরহ ঘটছে। ভুল চিকিৎসা অথবা চিকিৎসা জনিত অবহেলাতে রোগীর মৃত্যু ঘটছে আর পরবর্তীতে রোগীর স্বজনদের সাথে আর্থিক বিনিময় করে ঘটনার মীমাংসা করা হচ্ছে, যা সম্পূর্ণ অনাকাঙ্ক্ষিত। এধরণের ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত যারা তাদের বিচারের আওতায় আনা উচিৎ।’

অস্ত্রোপচার ও পরবর্তী ঘটনা পরিক্রমা সহ আর্থিক লেনদেনের বিষয়টি নিশ্চিত হতে ডঃ রমেশ ক্লিনিকের ম্যানেজার শহিদুল ইসলামকে বার বার মুঠোফোনে কল দিলেও তিনি কল রিসিভ করেন নি। ক্লিনিকে গেলে বলা হয় তিনি বাইরে আছেন।

মেহেরপুর ২৫০ শহর জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. জমির মোহাম্মদ হাসিবুস সাত্তার বলেন, ‘অস্ত্রোপচারের সময়েই মুলত রোগী কোমাতে চলে গেছিলো। মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে স্বর্নালীর ফুসফুসটি সচল রাখা হয়েছিল। পরবর্তীতে ক্লিনিক কর্তৃপক্ষের অনুরোধে শুক্রবার দিবাগত রাত চারটার সময় রোগীকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকাতে রেফার্ড করা হয়।’

মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. জওয়াহেরুল আনাম সিদ্দিকী বলেন, ‘ঘটনাটি সম্পর্কে আমি অবগত আছি, কেউ অভিযোগ দিলে তদন্ত সাপেক্ষে ক্লিনিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

মেহেরপুর সদর থানার ওসি সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সর্বোচ্চ সচেষ্ট ছিলাম। ঘটনার দিন থেকেই পরিবারের সদস্যদের বলা হয়েছে অভিযোগ দিতে, কিন্তু তারা কোন অভিযোগ দেয়নি। পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ দেয়া হলে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে। ‘ কোন আর্থিক লেনদেন হয়েছে কিনা এ প্রশ্ন করলে ওসি সাইফুল ইসলাম বলেন,’ আমরা আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় বাইরে অবস্থান করছিলাম। লেনদেন হয়েছে এমন একটা কথা শুনেছি। তবে সঠিক তথ্য আমার জানা নাই।’

তবে, মিমাংসাকারী মেহেরপুর পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম রসুলের সাথে কথা বলার চেষ্টা করা হলেও তারা কিছুই বলতে রাজি হননি।

দর্শনা সীমান্তে ৪০ লক্ষ টাকার রুপার গহনা পাচারকালে স্বামী- স্ত্রীসহ আটক ৩

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা সীমান্তে প্রায় সাড়ে ৪০ লাখ টাকার ভারতীয় রুপার গহনাসহ স্বামী -স্ত্রীসহ ৩ চোরাকারবারীকে আটক করেছে ৬ বিজিবি।এ ঘটনায় বিজিবি বাদী হয়ে ৫ জনের বিরুদ্ধে দায়ের করেছে মামলা।

জানাগেছে আজ শনিবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবির অধিনায়ক লেঃ কর্নেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান, পিএসসি নেতৃত্বে অভিযান চালায় নাস্তিপুর গ্রামের হায়দারের বসতবাড়িতে।

এ সময় ৬ বিজিবির বাড়াদী বিওপি কমান্ডার নায়েক সুবেদার জাকির হোসেন ও সুলতানপুর ক্যাম্পের বিওপি কমান্ডার দুলাল হক গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ সীমান্ত পিলার ৮০/৬-আর হতে আনুমানিক ২শ মিটার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নাস্তিপুর ওয়াসিম বিশ্বাসের ঘর তল্লাশী করে। পরে বিজিবি সশস্ত্র টহল দল বর্ণিত ব্যক্তির বাসার ভিতর রক্ষিত ড্রেসিং টেবিলের নীচে অভিনব কায়দায় লুকিয়ে রাখা অবস্থায় একটি গামছা দিয়ে বাধা পোটলা উদ্ধার করে।

উদ্ধারকৃত পোটলার ভিতর থেকে স্কচটেপ দ্বারা মোড়ানো ২০টি প্যাকেট থেকে ২৩ কেজি ৪৭০ গ্রাম (২০১২ ভরি) ভারতীয় তৈরীকৃত রুপার গহনা জব্দ করে। যার আনুমানিক বাজার মৃল্য ৪০ লাখ ৩০ হাজার টাকা।

এ ঘটনায় বিজিবি সশস্ত্র টহল দল ৩ চোরাকারবারীকে আটক করে। আটককৃত চোরাকারবারী দর্শনা পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের নাস্তিপুর গ্রামের মৃত হায়দোর আলীর ছেলে ওয়াসিম বিশ্বাস (৩৮) ওয়াসিম বিশ্বাসের স্ত্রী মোছাঃ রিমা খাতুন (২৭),ও একই গ্রামের মৃত হায়দোর আলীর স্ত্রী মোছাঃ আরবী খাতুন (৫৫),আটক করে। এ রুপার গহনা উদ্ধারের ঘটনায় বিজিবি পলাতক হিসাবে নাস্তিপুর গ্রামের শিমুল বিশ্বাসের স্ত্রী মোছাঃ সোনিয়া (৩০)ও আনছার আলীর ছেলে আমানত (৩২)কে দর্শনা থানায় মামলা দায়ের করে।

আজ বাড়াদী ক্যাম্প কমান্ডার নায়েব সুবেদার জাকির হোসেন বাদি হয়ে ৫ জনের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মামলা দায়ের করে। ভারতীয় তৈরীকৃত

রুপার গহনাগুলি চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারী অফিসে জমা করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

গাংনীতে বাইসাইকেল চোরকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে দিলেন জনতা

বাইসাইকেল চুরি করে পালানোর সময় মিঠুন শেখ (২৪) নামের এক যুবককে ধরে গণধোলাই শেষে পুলিশে দিয়েছেন স্থানীয়রা। মিঠুন শেখ মেহেরপুর সদর উপজেলার খোকশা গ্রামের কিতাই আলী শেখের ছেলে।

শনিবার (২৩ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০ টার দিকে গাংনী উপজেলার গাঁড়াডোব গ্রামের মাঠে থেকে জনৈক নার্সারি মালিক বকুল হোসেনের একটি বাইসাইকেল চুরি করে পালানোর সময় বাইসাইকেল মালিক তাকে ধরে ফেলেন। পরে স্থানীয়রা গণপিটুনী দিয়ে গাংনী থানা পুলিশকে খবর দেন। গাংনী থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে তাকে উদ্ধার করে থানায় নেন।

গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) শাহিন মিয়া জানান, চুরির অভিযোগে মিঠুন শেখের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। শনিবার দুপুরের দিকে তাকে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরের জমি দখলের অপচেষ্টাকারীর বিরুদ্ধে মামলা

মেহেরপুর সদর উপজেলার আশরাফপুর গ্রামের আইনউদ্দীন ওয়াকফ এস্টেট এর জমি দখলের অপচেষ্টাকারী ৮ ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

গত ১৮ সেপ্টেম্বর রবিবার মোকাম বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ১৪৫ ধারায় অভিযোগ এনে মামলাটি দায়ের করেন আইনউদ্দীন ওয়াকফ এস্টেট এর মোতুয়াল্লিল কাজী হাবিবুল বাশার (বাবলু)।

মামলার আসামিরা হলেন, আশরাফপুর গ্রামের মৃত নাজির শেখের ছেলে শওকত হোসেন (৫৫), আনারুল ইসলাম চেয়ারম্যানের ছেলে বারিকুল ইসলাম লিজন (৩৮), সিরাজুল ইসলামের ছেলে বকুল হোসেন (৩৫), সাইদুল হক (৩২), তারিকুল ইসলাম (২৫), মো: আবুল হোসেনের ছেলে ফিরোজ হোসেন (৩৫), মিজানুর রহমান (২১) ও শওকত হোসেনের ছেলে হাসান আলী (২২)।

মামলার বিবরনে জানা গেছে, আইনউদ্দীন ওয়াকফ এস্টেট এর খতিয়ান নং সিএস ৬৩২, এসএ ৭৪৪, আরএস ৯০১ এবং দাগ নং সাবেক ১১৪৭, হাল ১৭৯৫ এর আশরাফপুর মৌজার ১.০৯ একর জমির মধ্যে ০.০৫০৪ একর জমি ওই গ্রামের আব্দুর রশিদ (ডাক পিয়ন) এর নিকট ১৪২৯ ও ১৪৩০ সালের ৩০ চৈত্র পর্যন্ত লিজ দেওয়া রয়েছে। তপসিল বর্নিত জমিতে ২ টি আম গাছ ও একটি সেচ পাম্পের পাইপ বসানো রয়েছে। বিবাদীরা ওই জমি দখল নেওয়ার ষড়যন্ত্র করছেন। ইতোমধ্যে গত ১৫/০৯/২৩ তারিখে তারা জমিতে খুটি পুতে রাখে ও আম গাছ দুইটি কাটার চেষ্টা করে। এসময় প্রথম পক্ষ এবং লিজ গ্রহিতা আব্দুর রশিদ ও তাদের লোকজন বাধা দেন। পরে তারা গাছ কাটতে না পেরে ১৫ দিনের মধ্যে জমি দখল নেওয়ার হুমকি প্রদান করেন। প্রথম পক্ষ তাদের সাথে ক্ষমতায় পারবেনা বলে আদালতের আশ্রয় নিয়েছেন বলে উল্লেখ করেন।

আদালত সদর থানায় মামলাটির নোটিশ জারির নির্দেশ দিলে সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সনোয়ার হোসেন আসামিদের নোটিশ জারি করেন।

এসআই সনোয়ার হোসেন বলেন, বিরোধীয় তফশিলভূক্ত সম্পত্তিতে শান্তিক শৃংখলা বজায় রাখতে নোটিশ জারি করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৪

মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর থানা পুলিশের নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলা ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৪ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

এদের মধ্যে সদর থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলার ১ ও সিআর মামলার ১ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

শুক্রবার দিবাগত রাতে পৃথক অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করে পুলিশ।

এছাড়া মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলার ২ আসামি গ্রেফতার হয়েছেন। সংশ্লিষ্ট থানা সূত্র এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল গ্রেফতার অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

আজ শনিবার বেলা ১১ টার দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।